গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নম্বর: ৪৬.০৭০.১০২.০০.০০.২৩২.২০১২-**২৭৪**

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪৩০ / ২০ মার্চ ২০২৪

বিষয়ঃ দলিত সম্প্রদায়ের লোকজনের জন্য আবাসনের ব্যবস্থাকরণ।

সূত্র: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পত্রের স্মারক নং: ৪৬৬/২০১৭-১০২১০(৫), তারিখ: ২৮/১১/২০২৩ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার চাকরিরত দলিত সম্প্রদায়ের লোকজনের জন্য যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেখানে নতুবা অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে দলিত সম্প্রদায়ের সকলের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশন হতে সূত্রস্থ পত্রে অনুরোধ করা হয়েছে।

২। বর্ণিতাবস্থায়, তাঁর সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় দলিত সম্প্রদায়ের আবাসনের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২০/০৩/২০২৪

(মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
মুঠোফোন: ০১৭১৬-৪২৬১২০
ইমেইল: lgcc1@lgd.gov.bd

১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)।
২। মেয়র/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ...পৌরসভা (সকল)।

অনুলিপি-জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):
১। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১/নগর উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৪। উপসচিব (পৌর-১/পৌর-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৫। মেয়রের একান্ত সচিব, ... সিটি কর্পোরেশন (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। সিনিয়র সহকারী সচিব (সিটি কর্পোরেশন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৭। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৮। অফিস কপি।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
সচিবের দপ্তর
১) অতিরিক্ত সচিব
২) অপরিচালক
৩) যুগ্মসচিব
৪) যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
১) প্রশাসন
২) নগর উন্নয়ন
৩) উন্নয়ন
৪) পানি সরবরাহ (পাস)
৫) উপজেলা অধিশাখা
৬) ইউপি অধিশাখা
৭) অডিট অধিশাখা
৮) আইন অধিশাখা
ডাইরি নং ঃ.....
তারিখঃ ..... স্বাক্ষর

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স নম্বর: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; হেল্প লাইন নম্বর: ১৬১০৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

স্মারক নং-৪৬৬/২০১৭-১০২১০(৫) তারিখঃ ২৮/১১/২০২৩

বিষয়ঃ দলিত সম্প্রদায়ের লোকজনদের আবাসনের ব্যবস্থা করা সংক্রান্ত।

সূত্রঃ সংশ্লিষ্ট থিমেটিক কমিটির কার্যবিবরণী।

মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুসারে একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কমিশন জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রর জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনের ১২ টি থিমেটিক কমিটির মধ্যে অন্যতম জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটির সভা গত ২৫/১০/২০২৩ তারিখে মাননীয় সভাপতি ও কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ-এঁর সভাপতিত্বে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কমিটি সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার দলিত সম্প্রদায়ের লোকজনদের জন্য যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেখানে নতুবা অন্যকোন সুবিধাজনক স্থানে সকলের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র প্রেরণ করা হবে মর্মে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৩। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার দলিত সম্প্রদায়ের লোকজনদের জন্য যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেখানে নতুবা অন্যকোন সুবিধাজনক স্থানে দলিত সম্প্রদায়ের সকলের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করে কমিশনকে অবহিত করার জন্য নির্দেশিত হয়ে অনুরোধ করা হল।

নম্বর ..... তারিখঃ .....
১। উপ-সচিব-সিঃ কঃ-১
২। উপ-সচিব-সিঃ কঃ-২
৩। নগর উন্নয়ন-১
৪। নগর উন্নয়ন-২
যুগ্মসচিব (নঃউঃ-১) অধিশাখা

(এম. রবিউল ইসলাম)
উপপরিচালক এবং সদস্য সচিব
(জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি)

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

অনুলিপি:
১। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর।
২। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সার্বক্ষণিক সদস্যের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সার্বক্ষণিক সদস্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। সচিবের একান্ত সহকারী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫। অফিস কপি।

ডায়েরি নং.....
তারিখ: .....
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (সিটি কর্পোরেশন-১)

উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১) শাখা

নম্বর নং ..... তারিখ .....
১। উপ-সচিব (সিটি-১)
২। উপ-সচিব (সিটি-২)
৩। উপ-সচিব (পৌর-১)
৪। উপ-সচিব (পৌর-২)
অতিরিক্ত সচিব (সিটি)

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

৯ম তলা, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫
পিএবিএক্স নম্বর: ৫৫০১৩৭২৬-২৮; হেল্প লাইন নম্বর: ১৬১০৮
ওয়েবসাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইল- info@nhrc.org.bd

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের 'জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনাগরিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি ও দলিত, হিজড়া ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটি'র সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি: ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
তারিখ: ২৫ অক্টোবর ২০২৩; সময়: বেলা: ১১.০০ ঘটিকা
সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা (পরিশিষ্ট-'ক')

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনাগরিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি ও দলিত, হিজড়া ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটি'র সভাপতি কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ সভার প্রারম্ভে উপস্থিত সম্মানিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ করেন।
পূর্ববর্তী সময়ে আলোচ্য বিষয়সমূহসহ সভায় নিম্নোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচ্য সূচি	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
১।	পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	**১.১। আলোচনা:** সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশে কমিটির সদস্য সচিব পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং এ বিষয়ে কারও কোনো আপত্তি থাকলে তা উল্লেখ করার জন্য সম্মানিত সদস্যদের অনুরোধ জানান। কমিশনের অবৈতনিক সদস্য ও কমিটির সম্মানিত সদস্য ড. বিশ্বজিৎ চন্দ কার্যবিবরণীর ৭ নং পৃষ্ঠার ২.১৪ অনুচ্ছেদে 'কমিশনের' স্থলে 'কমিটির' প্রতিস্থাপিত হবে মর্মে জানান। এতে সকলে একমত হন। ১.২ সিদ্ধান্তঃ কার্যবিবরণীর ৭ নং পৃষ্ঠার ২.১৪ অনুচ্ছেদে 'কমিশনের' সম্মানিত সদস্য এর স্থলে 'কমিটির' সম্মানিত সদস্য প্রতিস্থাপিত হবে। আর কোনো আপত্তি উত্থাপন না করায় পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হল।	সদস্য সচিব

২।	জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি ও করণীয় নির্ধারণ।	২.১। আলোচনা: মাননীয় সভাপতি আলোচ্য বিষয়ে কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম/পদক্ষেপ সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, সম্প্রতি তিনি তাঁর সকল সদস্যকে নিয়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিদর্শন করেন। তিন পার্বত্য জেলার সকল শ্রেণী পেশার লোকজন নিয়ে একটি গণশুনানি করা হয় গণশুনানিতে সকলে স্বাধীনভাবে তাদের বিভিন্ন মতামত/অভিযোগ তুলে ধরেন। সেসব বিষয়ে কমিশন বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় ত্রি সম্প্রদায়ের রাবার বাগান দখল ও বাড়ি ঘরে আগুন দেয় সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে কমিশন তদন্ত কমিটি গঠন করে সরেজমিনে পরিদর্শন করে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুর্গোৎসব কে সামনে রেখে হিন্দু- বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতাদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকার আহবান জানানো হয়। তিনি বলেন যে, কেউ সংখ্যাগুরু বা লঘু নন। এদেশ সকলের। আমরা সকলেই সমান। ধর্ম পালন বা উৎসবকে কেন্দ্র করে যেকোন ধরণের সহিংসতার বিষয়ে কমিশন সর্বদা সোচ্চার রয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। আলোচ্য বিষয়ে সকলকে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব সঞ্জীব দ্রং কমিশন কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলা পরিদর্শনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কমিশনের সক্রিয় উপস্থিতি অসহায় মানুষের শক্তির যোগান দেয় এবং তারা আস্থা ফিরে পায়, এছাড়া যারা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী তারা সতর্ক হয়ে যায় মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। কমিশনের এমন পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। কমিটির সম্মানিত সদস্য দীপালি চক্রবর্তী বলেন যে, ২০০১ সালে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার কোন বিচার হয়নি এবং ২০১২ সালে রামুতে সংঘটিত সহিংতারও কোনো বিচার হয়নি। উভয় বিষয়ে দায়েরকৃত মামলার কি অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে মর্মে মতামত দেন। এছাড়া আসন্ন জাতীয় নির্বাচন কে সামনে রেখে নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন, নির্বাচনপরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবার ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার তালিকা করে সেখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক অবস্থানে রাখা যেতে পারে মর্মে মতামত দেন।	

		এবিষয়ে মাননীয় সভাপতি বলেন যে, নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন, নির্বাচনপরবর্তী সময়ে অংশীজনদের করণীয় শীর্ষক একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করার কাজ চলমান রয়েছে। এতে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অতিরিক্ত ফোর্স মোতায়েনসহ সকল বিষয়ে যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। **২.২ সিদ্ধান্ত:** **২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় ও ২০১২ সালে কক্সবাজার জেলার রামুতে বৌদ্ধ বিহারে সহিংসতা, হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার অগ্রগতি জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হবে।** **২.৩ আলোচনা:** দলিত-হরিজনদের মানবাধিকার পরিস্থিতি সংক্রান্ত আলোচনায় মাননীয় সভাপতি বলেন যে, রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর ধলপুরের তেলেগু কলোনীর বাসিন্দাদের উচ্ছেদের ঘটনা কমিশন হতে সপ্রণোদিত হয়ে আমলে নেয়া হয়েছে এবং এবিষয়টি অদ্যাবধি মনিটরিং করা হচ্ছে। তিনিসহ কমিশনের একটি দল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে কথা বলেন মর্মে জানান। কমিশনে মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য ও কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা বলেন যে, রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার একটি রেস্টুরেন্টে হরিজন সম্প্রদায়ের একটি ছোট শিশুকে তার অন্যান্য বন্ধুদের সাথে খেতে না দেয়ার ঘটনায় কমিশন অনুসন্ধান করে এবং রেস্টুরেন্ট মালিককে ভুক্তভোগী শিশুকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করে। স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মাননীয় সংসদ সদস্য ও কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা বলেন যে, যে শহর যত বেশি পুরাতন সে শহরে তত বেশি হরিজন সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। হরিজন কলোনীর বাসিন্দাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কলোনীর ভিতরে থাকা পুকুরগুলিও জেলা প্রশাসন ইজারা দিয়ে দেয়। এছাড়া তাদের প্রায়ই উচ্ছেদের ঘটনা ঘটে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। এ বিষয়ে মাননীয় সংসদ সদস্য ও কমিটির সম্মানিত সদস্য মিস আরমা দত্ত বলেন যে, পরিচ্ছন্নতা কর্মীর কাজ অন্য লোকজন হাতিয়ে নিয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দিয়ে পরিচ্ছন্নতার কাজ করিয়ে মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছে।	সদস্য সচিব

পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য দলিত হরিজনদের ৮০% কোটা সংরক্ষণের যে বিধান রয়েছে তা মানা হচ্ছে না। সরকার কোনো কার্যকরী নীতিমালা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। কারণ পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কোনো ডাটাবেইজ নেই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কতজন লোক রয়েছে, কতজন কর্মরত, তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত নেই। এ বিষয়ে একটি ডাটা বেইজ করার জন্য তিনি কমিশনকে অনুরোধ করেন।

কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব খালিদ হোসেন বলেন যে, উর্দুভাষীদের সংখ্যা ও তাদের জীবনমান সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্ত নেই। এ বিষয়েও ডাটাবেইজ তৈরি করার জন্য তিনি কমিশনকে অনুরোধ করেন।

এ বিষয়ে মাননীয় সভাপতি বলেন যে, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি কাজ করার জন্য পৃথক পৃথক এজেন্সি রয়েছে। সেই কাজগুলো ঠিকমত করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা কমিশনের একটি কাজ। ডাটাবেইজ তৈরি করা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অন্যতম কাজ। সম্প্রতি যে জনশুমারি হয়েছে সেখানে প্রস্তাবিত বিষয়সমূহের কি তথ্য উপাত্ত রয়েছে তা জানা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ এই বিষয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন।

২.৪ সিদ্ধান্ত:

দলিত ও উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর বিষয়ে কী তথ্য-উপাত্ত রয়েছে তা কমিশনকে অবহিত করতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে পত্র প্রেরণ করা হবে।

তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী করণীয় সংক্রান্ত বিষয়ে একটি ToR প্রস্তুত করা হবে। — সদস্য সচিব

এ বিষয়ে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হল;

১।	মিস আরমা দত্ত, এমপি	আহবায়ক
২।	ড. বিশ্বজিৎ চন্দ	সদস্য
৩।	জনাব ভীম্পাল্লী ডেভিড রাজু	সদস্য
৪।	জনাব খালিদ হোসাইন	সদস্য
৫।	এম. রবিউল ইসলাম	সদস্য সচিব

২.৫ আলোচনা:

মাননীয় সংসদ সদস্য ও কমিটির সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশাহ বলেন যে, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা হিসেবে ৫০টি জাতিগোষ্ঠীর তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। ঐ তালিকায় যে জাতিগোষ্ঠীর নাম রয়েছে তাদের মধ্যে কোনো কোনো জনগোষ্ঠী সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে দাবি করেন।

		এ প্রসঙ্গে জনাব সঞ্জীব দ্রং বলেন যে, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুরে উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত বর্মণ সম্প্রদায় রয়েছে। কোনো কোনো বর্মণ দাবি করেছেন তারা ঐ তালিকাভুক্ত বর্মণ নন। এজন্য বর্মণদের সনদ প্রদানের বিষয়টি বন্ধ রয়েছে বলে তিনি জানান। **২.৬ সিদ্ধান্ত:** **তালিকাভুক্ত ৫০টি জাতিসত্তার চাকুরিতে কোটাসহ অন্যান্য যে অধিকার রয়েছে তা সুনিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কে পত্র প্রেরণ করা হবে।**	সদস্য সচিব
		২.৭ আলোচনা: কমিটির সম্মানিত সদস্য বনানী বিশ্বাস বলেন যে, নড়াইল-১ ও নড়াইল-২ আসনের বিভিন্ন অঞ্চলে সিডিউল কাস্ট এর লোকজন বসবাস করে। পদ্মা সেতু নির্মাণ এবং এর সাথে নড়াইলের উপর দিয়ে মহাসড়ক নির্মিত হওয়ায় জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা মতুয়া সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন কাস্টের নিরীহ লোকজনের জায়গা, সহায়-সম্পত্তি বিভিন্ন কৌশলে দখল করে নিচ্ছে। এটাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সহিংতার ঘটনাও ঘটছে। তিনি কমিশন থেকে একটি প্রতিনিধি দল সরেজমিনে পরিদর্শন করার জন্য অনুরোধ করেন। **২.৮ সিদ্ধান্ত:** **কমিশন থেকে একটি প্রতিনিধি দল নড়াইলে প্রেরণ করা হবে।**	সদস্য সচিব
		২.৯ আলোচনা: কমিটির সদস্য ভীম্পাল্লী ডেভিড রাজু বলেন যে, অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য রংপুরে সিটি কর্পোরেশনের ১৪ জন কর্মীকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, সিটি কর্পোরেশনগুলোতে যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেখানে শুধু সিটি কর্পোরেশনে চাকরিরত ব্যক্তি বা পরিবার থাকতে পারবে। বাকি লোকগুলো কোথায় থাকবে? এ বিষয়ে তিনি কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। **২.১০ সিদ্ধান্ত:** **ক. অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য রংপুরে সিটি কর্পোরেশনের ১৪ জন কর্মীকে চাকুরিচ্যুত করা সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য কমিটির সদস্য ভীম্পাল্লী ডেভিড রাজু কমিশনে প্রেরণ করবে। উক্ত তথ্য প্রাপ্তির পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**	সদস্য সচিব

		খ. সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার দলিত সম্প্রদায়ের লোকজনদের জন্য যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেখানে নতুবা অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে সকলের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে পত্র প্রেরণ করা হবে।	
৩	দক্ষতা উন্নয়নে ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।	৩.১। আলোচনা: কমিটির মাননীয় সভাপতি হিজড়া/ট্রান্সজেন্ডার আন্ত:লিঙ্গীয় জনগোষ্ঠীর বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সংক্রান্ত একটি পজিশন পেপার প্রস্তুত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশন দীর্ঘদিন যাবত কাজ করছে। বাংলাদেশ ভারতের পূর্বে ২০১৩ সালে লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি দেয় কিন্তু ভারত ইতোমধ্যে তাদের জন্য আইন প্রণয়নসহ ট্র্যান্সজেন্ডার কল্যাণ বোর্ড গঠন করলেও আমরা এখনও তা করতে পারিনি। আইনের খসড়া প্রস্তুতিতে বিলম্বের বিষয়টি বোধগম্য নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি বলেন যে, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এই জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কমিশন এই বিষয়ে তাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। এই জনগোষ্ঠীর মানুষের যথেষ্ট কর্মস্পৃহা ও সম্ভাবনাময় যোগ্যতা রয়েছে। উপযুক্ততা বিবেচনা করে তাদের দক্ষতা উন্নয়নে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তারা আমাদের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে এবং গোষ্ঠীগত বঞ্চনা হতে রেহাই পাবে মর্মে মাননীয় সভাপতি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে কমিটির সম্মানিত সদস্য জনাব সালেহ আহমেদ বলেন যে, এই জনগোষ্ঠীর মানুষের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার বিষয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার দরকার। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি কমিশনের সাথে এই বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক। তিনি আরও বলেন যে, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেও তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। যোগ্যতা বিবেচনায় তাদের তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলেও তিনি মত দেন। কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য ও কমিটির সদস্য বলেন যে, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন সারাদেশে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে তথ্য প্রযুক্তিসহ বেশকিছু বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। লিঙ্গ বৈচিত্রময় জনগোষ্ঠীর আগ্রহী সদস্যদের এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা যেতে পারে মর্মে তিনি মতামত প্রদান করেন। কমিটির সম্মানিত সদস্য রীনা রায় বলেন যে, সমাজসেবা অধিদপ্তর যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে তাতে এই জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিদের আগ্রহ নেই। টেইলরিং, বিউটি পার্লার ইত্যাদি বিষয়ে	

		প্রশিক্ষণ দিয়ে নগদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করে থাকে। কিন্তু কোন ফলোআপ বা মনিটরিং এর ব্যবস্থা না থাকায় উক্ত প্রশিক্ষণ বা অর্থ কার্যকর হচ্ছে না। ৩.২। সিদ্ধান্ত: **ক) পজিশন পেপার পুঙ্খানুপুঙ্খ অবলোকন করে গুরুত্ব অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের লক্ষ্যে জনাব সালেহ আহমেদ ও মিস রিনা রায় ও সদস্য সচিব এম রবিউল ইসলামকে দায়িত্ব প্রদান করা হল।** **খ) লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর সদস্য যাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের আগ্রহ রয়েছে, তাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে কমিশনে প্রেরণ করার জন্য বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে বলা হবে।**	সদস্য সচিব
৪	সংশ্লিষ্ট জেলা পরিদর্শন ও সভা/সেমিনার আয়োজন	**৪.১। আলোচনা:** কমিটির সদস্য সচিব বলেন যে, কমিশন হতে নিয়মিতভাবে জেলা পরিদর্শন ও সভা/সেমিনার আয়োজনের কাজ অব্যাহত রয়েছে। কমিশন হতে সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, দিনাজপুর, ময়মনসিংহসহ বেশকিছু জেলা পরিদর্শনসহ সভা/সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন। ৪.২। সিদ্ধান্তঃ **কমিশন হতে বিভিন্ন জেলা পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত জেলা পরিদর্শনে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।**	সদস্য সচিব
৫	বিবিধ	**৫.১। আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ** **আর কোন বিষয়ে আলোচনা বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।**	

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ)
চেয়ারম্যান ও সভাপতি

স্মারক নংঃ এনএইচআরসিবি/৪৬৬/১৭-১০০০৭

তারিখ: ০৫/১১/২০২৩ খ্রিঃ

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১. জনাব মোঃ সেলিম রেজা, মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
২. জনাব ফজলে হোসেন বাদশা, এমপি, আহবায়ক, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক সংসদীয় ককাস।
৩. মিস অ্যান্টোনিয়া দত্ত, এমপি, সিবিআই প্রধান, খ্রিস্ট ট্রাস্ট।

৪. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, অবৈতনিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
৫. জনাব কংজরী চৌধুরী, অবৈতনিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
৬. ড.বিশ্বজিৎ চন্দ, অবৈতনিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
৭. ড. তানিয়া হক, অবৈতনিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
৮. জনাব কাওসার আহমেদ, অবৈতনিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
৯. জনাব হাবিবুর রহমান, বিপিএম (বার), পিপিএম (বার), পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, বাংলাদেশ পুলিশ।
১০. প্রফেসর মেজবাহ কামাল, নির্বাহী প্রধান, রিসার্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট কালেকটিভ (আরডিসি)।
১১. পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা), সমাজসেবা অধিদপ্তর।
১২. চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
১৩. জনাব সঞ্জিব দ্রং, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম।
১৪. জনাব সালেহ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।
১৫. মিস রিনা রায়, মানবাধিকার কর্মী।
১৬. মিস দীপালি চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা ঐক্য পরিষদ।
১৭. জনাব খালিদ হোসাইন, নির্বাহী প্রধান, কাউন্সিল অব মাইনোরিটিস।
১৮. মিস বনানী বিশ্বাস, দলিত কর্মী অধিকারকর্মী।
১৯. জনাব ভীম্পাল্লী ডেভিড রাজু, দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।
২০. মিস অনন্যা বনিক, হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।
২১. মিস তামলিমন বাড়ে, খাসিয়া জনগোষ্ঠীর অধিকারকর্মী।
২২. সচিবের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২৩. পরিচালকের (প্রশাসন ও অর্থ) ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
২৪. অফিস কপি।

(এম. রবিউল ইসলাম)
উপপরিচালক এবং সদস্য সচিব